সমকাল

তারিখ ... 18 JUN 2015 ...
পৃষ্ঠা ...৩... কলাম ...৭...

বরিশালের কলেজগুলোতে চলছে শিক্ষক সংকট

■ সুমন চৌধুরী, *বরিশাল ব্যুরো*

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (মাউশি) অধিদপ্তর এবং শিক্ষা বোর্ডের মধ্যে সমন্বয়হীনতার কারণে জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক সংকট চলছে। বিঘ্নিত হচ্ছে নিয়মিত শিক্ষা কার্যক্রম।

গ্রীষ্মের ছুটি শেষে ১৩ জুন ক্লাস শুরু হয়েছে উজিরপুর উপজেলার বিএন খান ডিগ্রি কলেজে। কলেজ খোলার আগেই রসায়ন বিভাগের দু'জন শিক্ষক মাউশি অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণে অংশ নিতে ঢাকায় গেছেন। একই প্রশিক্ষণে গেছেন ওই কলেজের পদার্থ বিজ্ঞান, অর্থনীতি ও পৌরনীতি বিভাগের আরও কয়েকজন শিক্ষক। এইচএসসির ব্যবহারিক পরীক্ষা নিতে ৭-৮ জন শিক্ষক বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে দায়িত্ব পালন করছেন। এ অবস্থায় দীর্ঘদিন পর পর কলেজ খুললেও বিএন খান কলেজে শিক্ষক সংকটের কারণে ক্লাস নেওয়া হচ্ছে না। বিএন খান কলেজের এ চিত্র গোটা দক্ষিণাঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে শিক্ষকদের একটি বড় অংশ মাউশির প্রশিক্ষণে রয়েছেন। যারা আছেন তারা ব্যস্ত এইচএসসির ব্যবহারিক পরীক্ষা গ্রহণে। ফলে বিএন খান কলেজের মতো অন্য কলেজগুলোতেও শিক্ষক সংকটে নিয়মিত ক্লাস হচ্ছে না। আবার এমনও দেখা গেছে, একই শিক্ষককে মাউশি থেকে চিঠি পাঠানো হয়েছে প্রশিক্ষণে অংশ নেওয়ার জন্য। অন্যদিকে শিক্ষা বোর্ড থেকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ব্যবহারিক পরীক্ষা কেন্দ্রে দায়িত্ব পালন করতে।

মাউশি ও বোর্ডের সমন্বয়হীনতা

শিক্ষা সংশ্লিষ্ট একাধিক দায়িত্বশীল সূত্রে জানা গেছে, মাউশি ও শিক্ষা বোর্ডগুলোর ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৬

বরিশালের কলেজগুলোতে

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

মধ্যে সমন্বয়হীনতার কারণে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে এ হ-য-ব-র-ল অবস্থা চলছে। ৩ মাস অবরোধ-হরতাল ও গ্রীষ্মের ছুটির পর কলেজ খুললেও শিক্ষক সংকটের কারণে শিক্ষা কার্যাক্রম বিঘ্নিত হচ্ছে।

অভিযোগ উঠেছে, প্রশিক্ষণ বাবদ বরাদ্দ লাখ লাখ টাকা জুনের মধ্যে খরচ করতে তড়িঘড়ি করে প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছে মাউশি। যে কারণে জুন মাসে বরিশাল অঞ্চলের প্রায় আটশ' কলেজ শিক্ষক পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষণে অংশ নিচ্ছেন। শিক্ষকরা অভিযোগ করেছেন, সারাবছর প্রশিক্ষণের খবর না থাকলেও জুন মাসে ঢালাওভাবে এভাবে প্রশিক্ষণের আয়োজন করায় বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয়।

বরিশাল নগরীর ইসলামিয়া কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক মহসিন উল ইসলাম হাবুল বলেন, সমন্বয়হীনতার কারণে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, মাউশি এবং শিক্ষা বোর্ড খেয়ালখুশি মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে আদেশ জারি করে। এতে বিপাকে পড়তে হয় শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের। তিনি বলেন, তার কলেজের শিক্ষক শিরিন আফরোজকে ১৩ থেকে ২২ জুন এইচএসসির জীববিজ্ঞান ব্যবহারিক পরীক্ষা নিতে বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক চিঠি দিয়েছেন। অন্যদিকে মাউশির পরিচালক (কারিকুলাম) এক আদেশে ওই শিক্ষককেই ১৩ থেকে ১৬ জুন পর্যন্ত বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণে অংশ নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। এই কলেজের মতো সব কলেজ ১৩ জুন খুলেছে। একদিকে ক্লাস, অন্যদিকে এইচএসসির নতুন ভর্তির আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এ অবস্থায় উল্লিখিত কলেজ থেকেই এ মাসে পৌরনীতির ৩ জন, ইংরেজির ২ জন, অর্থনীতির ২ জন ও অন্য ৪ জনসহ ১৮ জন শিক্ষক প্রশিক্ষণে অংশ নেবেন। ফলে অধিকাংশ ক্লাস বন্ধ রয়েছে।

মাউশি বরিশাল অঞ্চলের উপ-পরিচালক ড. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে মাউশি। অন্যদিকে পরীক্ষা নেওয়ার দায়িত্ব শিক্ষা বোর্ডের। দুই দপ্তরের সমন্বয়হীনতার কারণে ব্যবহারিক পরীক্ষা চলাকালীন প্রশিক্ষণের সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। ড. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, বর্তমানে বরিশাল অঞ্চলের কলেজগুলো থেকে ১০টি বিষয়ের ৩৩৬ জন শিক্ষক প্রশিক্ষণে রয়েছেন। তাদের প্রশিক্ষণ শেষ হবে ১৮ জুন। ২১ থেকে ২৯ জুন পর্যন্ত ১৪টি বিষয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ শুরু হবে। তখনও সাড়ে ৩শ' থেকে সাড়ে ৪শ' শিক্ষক প্রশিক্ষণে অংশ নেবেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে সমন্বয় করে ব্যবহারিক পরীক্ষা নিতে কলেজ কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন ড. মোস্তাফিজ।

বরিশাল শিক্ষা বোর্ড চেয়ারম্যান মু. জিয়াউল হক বলেন, এ কারণে সংশ্লিষ্ট কলেজ কর্তৃপক্ষকে আগে ব্যবহারিক পরীক্ষা শেষ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এরপর প্রশিক্ষণে অংশ নেবেন শিক্ষকরা। এ ক্ষেত্রে মাউশির আদেশ লঙ্ঘন হলে তা বোর্ড দেখবে।